আদমদিঘীর তাঁতে নব যুগের সূচনা

আর্থিক ও কারিগরী সহায়তা ঃ

পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর ফাইন্যান্স ফর এন্টারপ্রাইজ ডেভেলপমেন্ট এন্ড এমপ্লয়মেন্ট ক্রিয়েশন (ফেডেক) প্রকল্প।

বাস্তবায়নে ঃ

দাবী মৌলিক উন্নয়ন সংস্থা

চকরামপুর, কাঁঠালতলী, সান্তাহার রোড, নওগাঁ-৬৫০০,

E-mail: dabi@rocketmail.com,

Www.ronetalukder.webs.com

নির্বাহী পরিচালকের বাণী

দুর্দশাগ্রস্থ প্রান্তিক জনগোষ্ঠী এবং নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে দাবীর সামাজিক রূপান্তর প্রচেষ্টা কর্মীদের অভিজ্ঞতা, জ্ঞান এবং দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি দাতাসংস্থা, সরকার এবং প্রতিশ্রুতিবদ্ধ কর্মীদের অব্যাহত সহযোগিতায় প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করেছে।

একটি ন্যায়সঙ্গত সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে দাবী তার সুসংহত প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। এ বিষয়টিকে বিবেচনায় রেখে সমাজের নিপীড়িত ও হতদরিদ্র পরিবারগুলোর চাহিদা পূরণ করার জন্য দাবী আরও যুতসই ও ফলপ্রসূ কার্যক্রম পরিচালনা করতে চায়। দুর্যোগপূর্ণ এলাকায় বসবাসরত হতদরিদ্র পরিবারগুলোর চাহিদা পূরণে পরিচালিত দাবীর বিভিন্ন প্রকল্প বিশেষ করে সমাজভিত্তিক জলবায়ু পরিবর্তন অভিযোজন উদ্যোগ কর্মএলাকার আপামর জনসাধারণ দাবীর কার্যক্রম পরিচালনায় গুণগত সমৃদ্ধতার বিকাশ হিসেবে চিহ্নিত করেছে।

আমি পিকেএসএফ, বাংলাদেশ ব্যাংক, একশন এইড, অন্যান্য দাতাসংস্থা ও সহযোগী প্রতিষ্ঠান যাদের অব্যাহত সহযোগিতা ছাড়া আমাদের এই অর্জন বাস্তব পর্যায়ে পৌঁছানো দুষ্কর ও কষ্টসাধ্য হতো তাঁদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। ভবিষ্যতে দারিদ্রতার মূলোৎপাটনে ও নির্যাতিতদের প্রতি সুবিচার প্রতিষ্ঠায় আমি প্রগতিশীল শক্তিগুলোর সহযোগিতা কামনা করছি।

বগুড়া জেলার অন্তর্গত নসরতপুর ইউনিয়নটি প্রায় শত বছরের বেশী সময় ধরে শাল (শীতবস্ত্র) তৈরি ও বিক্রয়ের জন্য প্রসিদ্ধ ও জনপ্রিয় ।এই জনপদের সহস্রাধিক জনগোষ্ঠী কঠোর পরিশ্রম করে হস্তচালিত তাঁতে অধিক সময়ে সীমিত সংখ্যক শাল (শীতবস্ত্র) উৎপাদনের মাধ্যমে যে আয় করে তা পরিশ্রম ও সময়ের তুলনায় খুবই কম। ফলে শত বছরেও তাঁতীদের ভাগ্যের কোন পরিবর্তন হয় নি ।এ প্রেক্ষিতে বিদ্যুত চালিত তাঁত প্রচলনের পাশাপাশি আর্থিক ও প্রাতিষ্ঠানিক সহায়তা উদ্যোক্তাদের উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে স্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টি করতে পারে। এমন একটি সম্ভাবনা বিবেচনা করে দাবী মৌলিক উন্নয়ন সংস্থা (দাবী) ২০১১ সাল হতে পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর সহায়তায় "বিদ্যুত চালিত তাঁতে শাল (শীতবস্ত্র) তৈরির মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের আয় বৃদ্ধিকরণ" প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আসছি।

বিগত দুই বছর দুই মাস দাবী কর্তৃক পরিচালিত প্রধান কার্যক্রম, উদ্যোগ, ফলাফল এবং সংস্থার একান্ত বিষয়গুলো নিয়ে তৈরি করা হয়েছে এই সমাপনী প্রতিবেদন । সকল উপকারভোগী, উন্নয়ন অংশীদার এবং শুভাকাঙ্খীর কাছে এই প্রতিবেদন পৌঁছাতে পেরে আমরা আনন্দিত। বিগত সাতাশ বছরের অভিজ্ঞতা এবং শিক্ষণীয় বিষয় সম্বলিত এই প্রতিবেদন তৈরিতে আমার যে সকল সহকর্মী দিনরাত পরিশ্রম করেছেন আমি তাঁদের প্রতি ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি ।

এম, এম, আকরাম হোসেন
নির্বাহী পরিচালক

সুচীপত্র ঃ

সুচীপত্র ঃ ii

প্রকল্পের সারসংক্ষেপ ঃ 1

ভূমিকা ঃ 2

প্রকল্প এলাকা ঃ 3

প্রকল্পের উদ্দেশ্য সমূহ ঃ 4

শাল তৈরী ও বাজার জাতকরনের পূর্ব ইতিহাস ঃ 5

প্রকল্প গ্রহণের যৌক্তিকতা ঃ 6

তাঁতের প্রকারভেদ ঃ 7

প্রকল্পের সাধারণ তথ্যাবলী ঃ 8

শাল তৈরীর বিভিন্ন ধাপ ঃ 9

শাল চাদর বা শাড়ীতে নকশা তৈরীর ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরণের জ্যাকেট ঃ 10

প্রকল্পের আওতায় গৃহীত পদক্ষেপ ঃ 11

ডিজাইন তৈরীর প্রশিক্ষণ ঃ 12

স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ বিষয়ক ওয়িেন্টেশনঃ 13

শাল তৈরীতে উন্নত প্রযুক্তি ঃ 14

শালের প্রচার ও প্রদর্শণ 15

শিক্ষা সফর 16

কর্মশালা, সেমিনার ও ওয়ার্কসপ 17

কেস স্টাডি ঃ 20

ফলাফলঃ 27

উপসংহার 30

যোগাযোগঃ 31

সংস্থাঃ 31

"বিদ্যুত চালিত তাঁত "

প্রকল্পের সারসংক্ষেপ ঃ

দাবী মৌলিক উন্নয়ন সংস্থা বগুড়া জেলার আদমদিঘী উপজেলার নসরতপুর ইউনিয়ন এবং দুপচাঁচিয়া উপজেলার তালোড়া ইউনিয়নে হস্তচালিত তাঁতের মাধ্যমে শাল (শীতবস্ত্র) উৎপাদনকারী উদ্যোক্তাদের উৎপাদন, আয় ও স্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে বিগত দুই বছর ধরে পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর Finance for Enterprise Development and Employment Creation (FEDEC) প্রকল্পের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় "বিদ্যুত চালিত তাঁতে শাল (শীতবস্ত্র) তৈরির মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের আয় বৃদ্ধিকরণ শীর্ষক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন" প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আসছে। প্রথম প্রকল্পটি ২০১১ সালের আগষ্ট মাসে শুরু হয়ে ২০১২ সালের জুলাই মাসে সমাপ্ত হয়। ১ম প্রকল্পটি বিভিন্ন প্রারম্ভিক বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও বগুড়া জেলার আদমদীঘি উপজেলার নসরতপুর ইউনিয়নে ১টি "পাওয়ার লুম বণিক সমিতি" গঠনের মাধ্যমে স্থানীয় ১২ জন উদ্যোক্তাকে প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ত করেছে। দ্বিতীয় প্রকল্পটি ২০১৩ সালের জানুয়ারী মাসে চালু হয়ে ২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সমাপ্ত হয়। প্রকল্পটি ২য় পর্যায়ে সম্প্রসারিত হয়ে একই জেলার দুপচাঁচিয়া উপজেলার দেবখন্ড ইউনিয়নে আরও একটি পাওয়ারলুম বনিক সমিতি গঠন করে দুই সমিতিতে মোট ৪৪ জন উপকারভোগীকে প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ত করেছে। এ যাবত প্রকল্পের সরাসরি প্রভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ৪৪টি পাওয়ারলুম। পরোক্ষ প্রভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আরও ৭৮টি পাওয়ারলুম। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক উদ্যোক্তা এখন সমিতির সদস্য হওয়ার প্রতীক্ষায়। হস্ত-চালিত তাঁতকে কারিগরি উন্নয়নের মাধ্যমে এলাকায় নতুন উদ্যোক্তা তৈরি, আয় বৃদ্ধি এবং স্থায়ীত্বশীল কর্মসংস্থান তৈরি করার ক্ষেত্রে প্রকল্পটি ব্যাপক সম্ভাবনা তৈরি করতে সক্ষম হয়েছে। এ প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে উদ্যোক্তা প্রতি দৈনিক গড় উৎপাদন বেড়েছে ২৩৫% আর উদ্যোক্তা প্রতি দৈনিক আয় বেড়েছে ১৫৮%। সঙ্গত কারণেই প্রকল্পের এই সফলতা এলাকার উদ্যোক্তাদের মধ্যে বিদ্যুত চালিত তাঁত প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি বাণিজ্যিকভাবে শাল উৎপাদনের ব্যাপারে ব্যাপক আগ্রহ ও কৌতুহল সৃষ্টি করেছে।

"বিদ্যুত চালিত তাঁতে তৈরীকৃত শালের নমুনা"

ভূমিকা ঃ

বাংলাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত বগুড়া, জয়পুরহাট ও নওগাঁ জেলার অন্তর্গত অন্তত ৫টি উপজেলার ৯টি ইউনিয়নের ৩০টি গ্রামে শত বছরের বেশী সময় ধরে প্রায় ৫,০০০ পরিবার তাঁত পেশায় জড়িত। এই জনপদের হস্তচালিত তাঁতে উৎপাদিত শাল (শীতবস্ত্র) দীর্ঘদিন ধরে সারা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত স্বল্প আয়ের মানুষদের চাহিদা পুরণ করছে। শীত মৌসুম শুরু হওয়ার আগেই দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে শত শত ব্যবসায়ী শাল কেনা বেচার জন্য প্রতি সপ্তাহে নসরতপুর ইউনিয়নের শাঁওইল বাজারে সমবেত হয়। ফলশ্রুতিতে এখানে তৈরি হয়েছে বিশাল বাজার ও সম্ভাবনা।

অথচ এ অঞ্চলের মানুষগুলো হতদরিদ্র। তাঁত চালাতে অনেককেই গ্রহণ করতে হয় দাদন বা মহাজনের কাছ থেকে চড়া সুদের পুঁজি। হস্তচালিত তাঁতে উৎপাদিত পণ্য থেকে শীত মৌসুমে যে আয় হয় তা থেকে দাদন আর মহাজনের ধার দেনা পরিশোধ করে সারা বছর বেঁচে থাকার মতো অবশিষ্ট কিছু আর থাকে না। নিজেদের ভাগ্য উন্নয়নে এখানে গড়ে ওঠেনি

২০১১ সালে দাবী'র জরিপ অনুযায়ী হস্তচালিত তাঁতী পরিবারগুলোর অবস্থান ও সংখ্যা				
জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন	গ্রাম	পরিবার সংখ্যা
বগুড়া	আদমদীঘি	নসরতপুর	শাঁওইল, ঘোড়াদহ, ধামাইল, ঢেলুঞ্জা পচিন্দা, মঙ্গলপুর, বেগুনবাড়ি, বাসুদেবপাড়া, দত্তবাড়িয়া, লেকুয়া, মোলামগাড়ি, চাটখইর, অর্জুনগাড়ি	৩,৫০০ পরিবার
		ছাতিয়ানগ্রাম	ছাতিয়ানগ্রাম,	
	দূপচাঁচিয়া	তালোরা	দেবখন্ড,নওদাপাড়া, শাবলা	২,০০০ পরিবার
		গোবিন্দপুর	নুরপুর, চান্দাইল	
জয়পুরহাট	আক্কেলপুর	রায়খালী	মাগুরা, সাহরাস্তিপুর	
		তিলকপুর	মোহনপুর, বামনিগ্রাম, লক্ষীকুল, নিমাইদিঘী, ইসবপুর	
নওগাঁ	নওগাঁ	চন্দিপুর	চন্ডিপুর,ইলশাবাড়ি	
		বোয়ালিয়া	দোগাছি	
	আত্রাই	সাাহাগোলা	চাপরা	

নিজেদের কোন সংগঠন। অসহায়ত্ব, নেতৃত্বহীনতা আর পরনির্ভরশীলতা ছিলো এই জনপদের সহজাত বৈশিষ্ট্য। এ অঞ্চলটিতে দাবী মৌলিক উন্নয়ন সংস্থার কাজ দীর্ঘদিন থেকে। পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশনের আর্থিক সহায়তায় পরিচালিত ঋণ কার্যক্রমের মাধ্যমে এই পরিবারগুলোর সাথে দাবী'র পরিচয়। নিজেদের দীর্ঘ দিনের কাজের অভিজ্ঞতা আর দারিদ্র বিমোচনের অঙ্গীকার দাবীকে এই অসহায় তাঁতী পরিবারগুলোর পাশে দাঁড়ানোর সাহস জুগিয়েছে। একান্ত আলাপ আলোচনায় এদের অনেকেই জানিয়েছে তাদের মনের কথা। ব্যাপক অনুসন্ধান আর গবেষণার এক পর্যায়ে দাবীর কাছে মনে হয়েছে হস্ত-চালিত তাঁতের পরিবর্তে বিদ্যুত চালিত তাঁত প্রতিষ্ঠা করে এ অঞ্চলের হত দরিদ্র তাঁতীদের উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধির মাধ্যমে সৃষ্টি করতে পারে স্থায়ী কর্মসংস্থান।

চলমান কর্মএলাকাঃ

প্রকল্প এলাকা ঃ

প্রকল্পের কর্ম এলাকা হিসাবে বগুড়া জেলার আদমদীঘি উপজেলার নসরতপুর ইউনিয়নের শাঁওইল, ধামাইল, ঘোড়াদহ, নিমাইদীঘি এবং দুপচাঁচিয়া উপজেলার তালোড়া ইউনিয়নের দেবখন্ড, নওদাপাড়া, ডাকাহার ও শাবলা অর্থাৎ মোট ০৮ টি গ্রামকে নির্বাচন করা হয়েছে। নির্বাচিত এলাকার তাঁতীরা মূলত হস্ত চালিত তাঁতের সাহায্যে শাল (শীতবস্ত্র) তৈরী করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। প্রকল্পের মাধ্যমে প্রকল্প এলাকায় হস্ত চালিত তাঁতের পরিবর্তে বিদ্যুত চালিত তাঁতের সাহায্যে শাল (শীত বস্ত্র) তৈরী শুরু হয়েছে । এতে উৎপাদনের পরিমান দ্বিগুনেরও বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে, শালের গুনগত মান ভালো হয়েছে , শালের চাহিদা ও দাম বৃদ্ধি পেয়েছে । ফলে তাঁতীদের আয় পূর্বের তুলনায় দ্বিগুণের বেশী পরিমান বৃদ্ধি পেয়েছে।

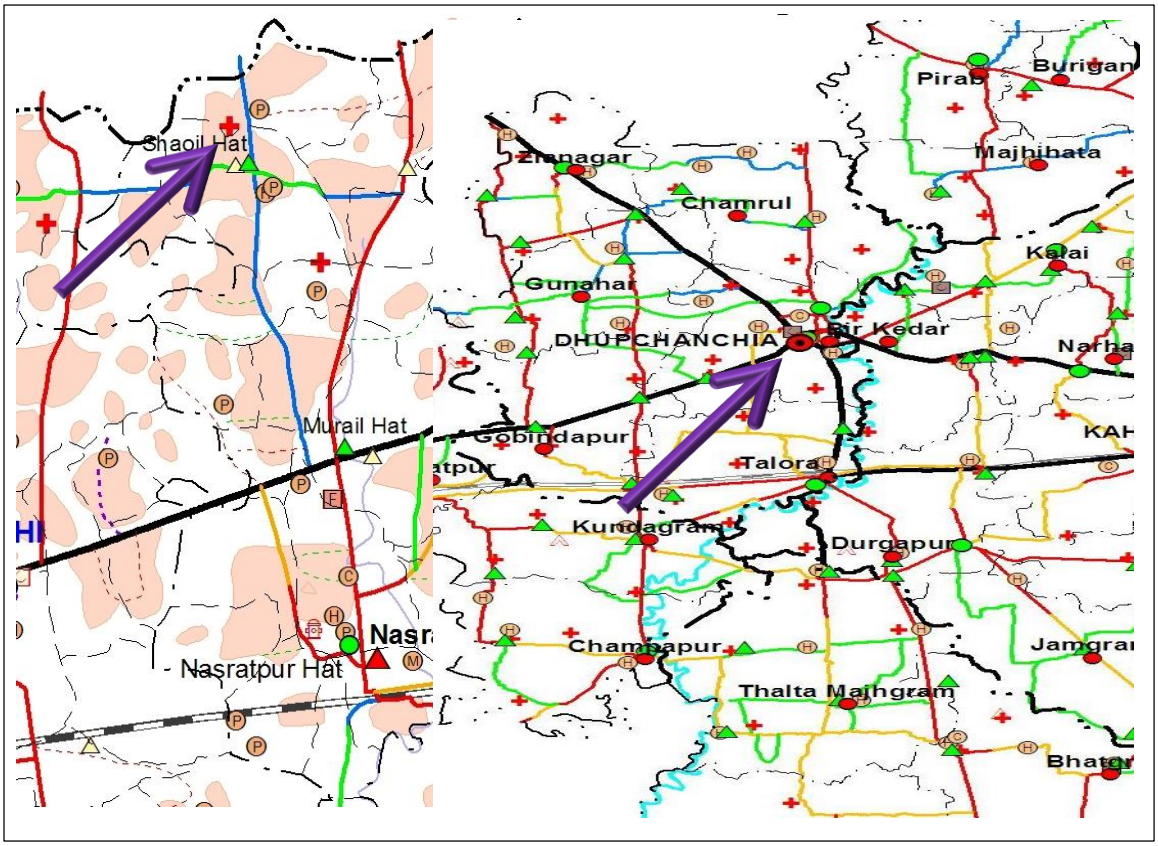

"বিদ্যুত চালিত তাঁতে তৈরীকৃত শালের নমুনা"

প্রকল্পের উদ্দেশ্য সমূহ ঃ

১ বিদ্যুত চালিত তাঁতের দ্বারা শাল উৎপাদনের মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের উৎপাদন ও আয় বৃদ্ধি করা।

২ স্থায়ী কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করা।

৩ নতুন নতুন উদ্যোক্তা তৈরি করা।

৪ ডিজাইনার ও মেকানিক তৈরী করা।

৫ স্বাস্থ্য সম্মত ভাবে উৎপাদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন করা।

"বিদ্যুত চালিত তাঁতে তৈরীকৃত শালের নমুনা"

শাল তৈরী ও বাজার জাতকরনের পূর্ব ইতিহাস ঃ

প্রকল্প এলাকার তাঁতী সম্প্রদায়ের লোকেরা আশি দশকের আগে খটখটি বা গর্ত তাঁতে মশারী ও গামছা তৈরী করতো। সে মশারী ও গামছা গুলো পাইকারী ভাবে শাঁওইল ও সান্তাহার হাটে প্রতি সপ্তাহে বিক্রি হতো। এখন অবশ্য শাঁওইল হাটে গামছা বা মশারী পাইকারী ভাবে বিক্রি হয় না কিন্তু সান্তাহার হাটে প্রতি সপ্তাহে বুধবার খুব ভোরে হাট বসে এবং সকাল নয়টার মধ্যে হাট শেষ হয়ে যায়। আর শাওইল হাটে গামছা- মশারীর পরিবর্তে স্থান করে নিয়েছে শাল চাদর , কম্বল ও দড়ি। এ হাট প্রতি সপ্তাহে দু'বার বসে। রবিবার ও বুধবারে। সকাল নয়-দশটার মধ্যে শেষ হয়ে যায়। এ অঞ্চলে শাল চাদরের প্রচলন হয়েছে নব্বই দশকের শেষ দিকে। বাংলাদেশে গামেন্ট্স ও সোয়েটার ফ্যাক্টরী প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এ শাল চাদরের আবির্ভাব ঘটে। আর আবির্ভাব ঘটার পিছনে কাজ করে সোয়েটার বা গামেন্ট্স ফ্যাক্টরীর পরিত্যাক্ত সূতা। এ শাল চাদর তৈরীর প্রধান উপাদান বা কাঁচামাল হলো সোয়েটার ফ্যাক্টরীর পরিত্যাক্ত উলের সূতা। যে সূতা গুলো সোয়েটার ফ্যাক্টরীতে ব্যবহারের অনুপযোগী বলে বিবেচিত হয় সেগুলো ঝুট হিসাবে বিক্রি হয় ঢাকা , নারায়নগঞ্জ ,চিটাগাং সহ দেশের সোয়েটার তৈরী হয় এমন এলাকায়। প্রকল্প এলাকায় শাঁওইল হাটে গড়ে উঠেছে এ রকম ঝুট থেকে বাছাই কৃত উলের সূতার একমাত্র বাজার। বাংলাদেশের যে যে অঞ্চলে উলের শাল চাদর , মাপলার, কম্বল , দড়ি তৈরী হয় সেখানকার তাঁতীরা এ শাঁওইল হাট থেকে উলের সূতা ক্রয় করে নিয়ে যায়। আর এ ঝুট থেকে বাছাইকৃত উলের সূতা দিয়ে আজ থেকে তিন বছর আগে এ অঞ্চলের সমস্ত তাঁতীরা খটখটি/ গর্ত তাঁত ও চিত্তরঞ্জণ তাঁতে দু হাত দু পা এর সাহায্যে সারাদিনে ৫/৭ টি পাঁচ হাতি প্লেন শাল চাদর আবার কেউ কেউ ডগির সাহায্যে হালকা নকশা শাল চাদর তৈরী করতো। এতে করে তাদের সংসার চলতো নুন আনতে পান্তা ফুরনোর মতো কোন ভাবে। কালের বিবর্তনে এ অঞ্চলের হত দরিদ্র তাঁতীদের ভাগ্য উন্নয়নে বাংলাদেশ সরকারের ব্যতিক্রম ধর্মী আর্থিক প্রতিষ্ঠান পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর Finance for Enterprise Development and Employment Creation **(FEDEC)** প্রকল্প হস্ত চালিত তাঁতের পরিবর্তে বিদ্যুত চালিত তাঁত প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে আসে। আর প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের নওগাঁ জেলার বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থা দাবী মৌলিক উন্নয়ন সংস্থা।

"বিদ্যুত চালিত তাঁতে তৈরীকৃত শালের নমুনা"

প্রকল্প গ্রহণের যৌক্তিকতা ঃ

দাবী মৌলিক উন্নয়ন সংস্থা নওগাঁ, বগুড়া, জয়পুরহাট ও রাজশাহী জেলার বিভিন্ন উপজেলায় সঞ্চয় ও ঋণদান কর্মসূচীর পাশাপাশি বিভিন্ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন করে আসছে। এসব কর্মসূচী বাস্তবায়ন করতে গিয়ে দেখতে পায় বগুড়া , জয়পুরহাট ও নওগাঁ জেলায় তাঁতী সম্প্রদায়ের অনেক লোক রয়েছে। যাদের মধ্যে কেউ উলের শাল চাদর, কেউ গামছা আবার কেউবা কম্বল তৈরী করছে। আর এসব তৈরীর প্রয়োজনীয় কাঁচামাল বগড়া জেলার আদমদীঘি উপজেলার নসরৎপুর ইউনিয়নের শাঁওইল বাজারে রয়েছে। কিন্তু এদের তৈরীর প্রক্রিয়া সনাতন পদ্ধতির। এখানে আধুনিক পদ্ধতির কোন বিদ্যুত চালিত তাঁত প্রতিষ্ঠা হয়নি এবং প্রযুক্তির কোন ছোঁয়া লাগেনি।। বর্তমান ডিজিটাল যুগে এখনও চার হাত-পা এর সাহায্যে হস্ত চালিত তাঁতে সারাদিনে ৫/৭টি শাল চাদর তৈরী করে। তৈরীকৃত শাল চাদরের গুনগতমান ভাল নয়। যেরুপ গুনগত মান রয়েছে নরসিংদী , টাংগাইলের তাঁতীদের শাল চাদরে। নরসিংদী , টাংগাইলের তাঁতীদের ন্যায় এসব অঞ্চলের তাঁতীদের বিভিন্ন প্রযুক্তির আধুনিক উপকরণ ব্যবহার সহ বৈদ্যুতিক তাঁত প্রতিষ্ঠা করতে পারলে এ অঞ্চলের হত দরিদ্র হস্তচালিত তাঁতীদের উৎপাদন বৃদ্ধি ,পণ্যের গুনগত মান বৃদ্ধির পাশাপাশি বিভিন্ন নান্দনিক ডিজাইনের শাল চাদর তৈরীর মাধ্যমে আয় বৃদ্ধি করে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি করা যাবে। এসব পরিকল্পনা মাথায় রেখে বগুড়া জেলার আদমদিঘী উপজেলার নসরতপুর ইউনিয়ন এবং দুপচাঁচিয়া উপজেলার তালোড়া ইউনিয়নে হস্তচালিত তাঁতের মাধ্যমে শাল (শীতবস্ত্র) উৎপাদনকারী উদ্যোক্তাদের উৎপাদন, আয় ও স্থায়ী কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর Finance for Enterprise Development and Employment Creation (FEDEC) প্রকল্পের আর্থিক ও কারিগরী সহায়তায় "বিদ্যুত চালিত তাঁতে শাল (শীতবস্ত্র) তৈরির মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের আয় বৃদ্ধিকরণ শীর্ষক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন" প্রকল্প গ্রহণ করা হয়।

"বিদ্যুত চালিত তাঁতে তৈরীকৃত শালের নমুনা"

তাঁতের প্রকারভেদ ঃ

ইভিং পদ্ধতিতে শাড়ী, লুঙ্গী, গামছা , মশারী ,থ্রীপিছ , শাল চাদর ইত্যাদি বস্ত্র তৈরী করতে খটখটি/ গর্ত তাঁত, চিত্তরঞ্জন তাঁত ব্যবহৃত হতো। বর্তমানে গর্ত তাঁতের প্রচলন প্রায় বিলুপ্তির পথে। চিত্তরঞ্জন তাঁতের এক সময়ের বহুল ব্যবহার বর্তমান সভ্যতার যুগে ধীরে ধীরে হ্রাস পাচ্ছে। চিত্তরঞ্জন তাঁতে বর্তমানে পাওয়ারলুমের যন্ত্রাংশ স্থাপন করে তৈরী করা হচ্ছে বিদ্যুত চালিত তাঁত বা সেমি পাওয়ারলুম। উইভিং বা বুনন পদ্ধতিতে বিভিন্ন ধরণের তাঁতের ছবি নিম্নরুপঃ

চিত্র ঃ

খটখটে তাঁত/গর্ত তাঁত	চিত্তরঞ্জন তাঁত	বিদ্যুত চালিত তাঁত / সেমি পাওয়ারলুম	অটো পাওয়ারলুম

প্রকল্পের সাধারণ তথ্যাবলী ঃ

প্রকল্পের মেয়াদকাল ঃ ১ বছর ২ মাস ।
প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল ঃ পহেলা জানুয়ারী /২০১৩ হতে ২৮ শে ফেব্রুয়ারী ২০১৪ পর্যন্ত ।
প্রকল্পের উপকারভোগী ঃ হতদরিদ্র হস্তচালিত আগ্রহী তাঁতী।
প্রকল্পের উপকারভোগী সংখ্যা ঃ ৪০ জন ।
প্রকল্পের কর্ম এলাকা ঃ বগুড়া জেলার আদমদীঘি ও দুপচাঁচিয়া উপজেলার ০৮ টি গ্রাম।
প্রকল্পের মোট বাজেট ঃ ২৮,৫২,৫৩৫/- টাকা , এর মধ্যে পিকেএসএফ ৭০.৫৫৩% এবং অবশিষ্ট ২৯.৪৪৭% দাবী মৌলিক উন্নয়ন সংস্থা বহন করবে।

শাল তৈরীর বিভিন্ন ধাপ ঃ

ঝুট থেকে সূতা তৈরী

সূতা ডাইং করা

চড়কার সাহায্যে নলি-ববিন ভরা

ড্রামে তেনা কারানো

সানা-বও প্রক্রিয়া

নকশা তৈরীর জ্যাকেট

শাল চাদর বা শাড়ীতে নকশা তৈরীর ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরণের জ্যাকেট ঃ

ট্যাবলেট জ্যাকেট

হুক জ্যাকেট

স্ক্রু জ্যাকেট

প্রকল্পের আওতায় গৃহীত পদক্ষেপ ঃ

প্রকল্পের আওতায় যে সকল তাঁতীদের বিদ্যুত চালিত তাঁত প্রতিষ্ঠার জন্য উপযুক্ত ঘর রয়েছে এবং হস্ত চালিত তাঁতের পরিবর্তে বিদ্যুত চালিত তাঁত প্রতিষ্ঠা করতে আগ্রহী সেই রকম ৪০ জন তাঁতীদের নির্বাচন করা হয়। তাঁতী নির্বাচনের ক্ষেত্রে নিম্নে উল্লেখিত বিষয়সমূহ বিবেচনা করা হয়েছে ঃ

তাঁতী নির্বাচন ০০

- বিদ্যুত চালিত তাঁত প্রতিষ্ঠার জন্য উপযুক্ত ঘর আছে বা তৈরী করার জায়গা ও সার্মথ্য রয়েছে।
- হস্ত চালিত তাঁত রয়েছে।
- বিদ্যুত চালিত তাঁত প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী।
- বাড়ীতে বিদ্যুত রয়েছে।
- আধুনিক ডিজাইনের শাল তৈরীতে আগ্রহী।
- বিদ্যুত চালিত তাঁত প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ সংস্থানের সুযোগ আছে।

বিদ্যুত চালিত তাঁতের প্রসার

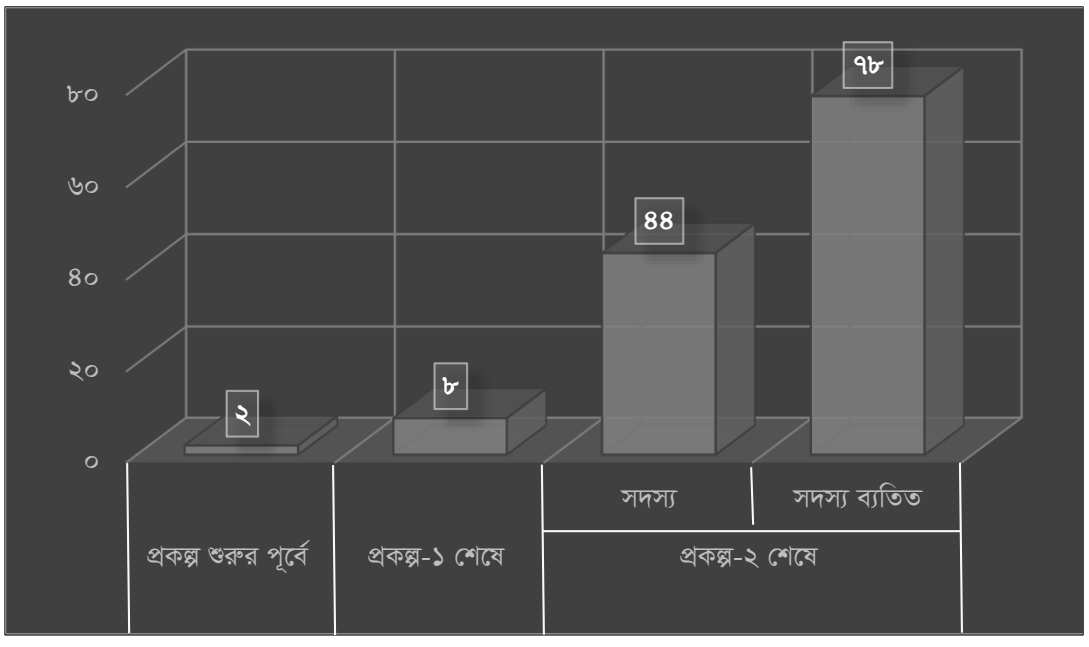

ডিজাইন তৈরীর প্রশিক্ষণ ঃ

প্রকল্প মেয়াদে প্রকল্পের আওতায় উপকারভোগী সদস্যদের নির্ধারিত ২০ টি প্রশিক্ষণের বিপরীতে ২২ টি প্রশিক্ষণে ৪৪০ মানব দিবস প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। এছাড়া ডিজাইনার সার্বক্ষণিক প্রকল্প এলাকায় উপকারভোগীদের On job Training করার ফলে উপকারভোগীরা ইতিমধ্যে ডিজাইন তৈরীর কলাকৌশল শিখতে পেরেছে এবং ডিজাইন তৈরীর সমস্ত উপকরনের নাম, প্রাপ্তি স্থান , বাজার দর সম্পর্কে অবগত হয়েছে। একজন ডিজাইনার ডিজাইন তৈরীর সমস্ত কাজ যেমন– গ্রাফ করা , গ্রাফ অনুযায়ী কাগজের ফলটি ফোড়া করা , কাঁঠের ফলটিতে স্ক্রু , ট্যাবলেট লাগানো, জ্যাকেটের হুকে কট সূতা লাগানো, ঝোলে রাবার লাগিয়ে ঝোল ফেলানো অর্থাৎ ডিজাইন তৈরী করতে একজন ডিজাইনার যেসব কাজ করে শালে ডিজাইন বের করে প্রকল্পের উপকারভোগীদের বেশীর ভাগ সদস্য এ কাজ গুলো সম্পর্কে অবগত হয়েছে এবং কলা-কৌশল শিখতে পেরেছে। এদের মধ্যে কিছু অতি উৎসাহী সদস্য ডিজাইনার হিসাবে তৈরী হয়েছে। যারা এখন নিজের ডিজাইন নিজেরাই করে এবং টাকার বিনিময়ে অন্যের ডিজাইন করে দেয়।

ফলাফল ঃ

১. প্রকল্পের আওতায় সকল সদস্য ডিজাইন তৈরীর প্রশিক্ষণ পেয়েছে।
২. ডিজাইন তৈরীর প্রয়োজনীয় উপকণের নাম , প্রাপ্তি স্থান ও দাম সম্পর্কে জানতে পেরেছে।
৩. উপকারভোগীদের মধ্য থেকে অতি আগ্রহী ০৭ জন সদস্য ডিজাইনার হিসাবে তৈরী হয়েছে।
৪. প্রকল্প এলাকায় ডিজাইন ভীতি দূর হয়েছে।
৫. প্রকল্পের ৪৪ জন সদস্যের মধ্যে ৩৩ জন সদস্য নান্দনিক ডিজাইনের নকশা খচিত শাল বিভিন্ন ধরণের জ্যাকেটের সাহায্যে তৈরী করছে

স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ বিষয়ক ওয়িয়েন্টেশনঃ

প্রকল্প মেয়াদে ০৮ ব্যাচে ১৬০ জনকে শাল উৎপাদনের সাথে সরাসরি জড়িত প্রকল্পের আওতায় উপকারভোগী সদস্য ছাড়াও বাছাইকারী , চড়কায় নাটাইকারী ও ঝুট দোকানদারকে স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ বিষয়ক ওয়িয়েন্টেশন প্রদান করা হয়েছে। যার লক্ষমাত্রা ছিল ৬ ব্যাচে ১২০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা। স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ বিষয়ক ওয়িয়েন্টেশন প্রদানের ফলে বিভিন্ন ধরণের অনাকাংখিত রোগ-ব্যাধি যেমন- সর্দি-কাশি, এলার্জি, শ্বাসকষ্ট, এ্যাজমা ,শ্রবণ প্রতিবন্ধী প্রভৃতি রোধ-ব্যাধি সম্পর্কে জানতে পেরেছে এবং এ ধরণের রোগ-ব্যাধির কবল থেকে রক্ষা পেতে প্রয়োজনীয় সর্তকতা অবলম্বণ করে তারা কাজ করছে । শ্বাসকষ্ট, এ্যাজমা রোগ প্রতিরোধে ১৬০ জন ব্যক্তিকে শাল তৈরীর সময় নাকে-মুখে ব্যবহারের জন্য মাক্স এবং প্রকল্পের আওতাভুক্ত ৪৪ জন উপকারভোগীকে শ্রবণ প্রতিবন্ধী রোধ কল্পে কানে ব্যবহারের জন্য এয়ার মোফ/ক্যাপ প্রকল্পের আর্থিক সহায়তায় প্রদান করা হয়েছে। বাড়ীঘর ও ফ্যাক্টরীর পরিবেশ সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। পাওয়ারলুম পরিচালনার সময় আট-স্যাট পোষাক পরিধান করে পাওয়ারলুম পরিচালনা করতে উৎসাহিত করা হয়েছে।

অর্জিত ফলাফল ঃ

১. ঝুট বাছাইকারীরা ,তাঁতীরা শাল তৈরীর বিভিন্ন পর্যায়ে নাক-মুখে মাক্স ব্যবহার করছে।
২. বাড়ী-ঘর, ফ্যাক্টরী , দোকানপাট ইত্যাদিতে স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশের উন্নয়ন ঘটাতে শুরু করেছে।
৩. পাওয়ারলুম পরিচালনার সময় অনেকে আট-সাট পোয়াক পরিধান করে কাজ করছে।
৪. শ্রবণ প্রতিবন্ধী রোধ কল্পে কানে এয়ার মোফ/ ক্যাপ পরে পাওয়ারলুম পরিচালনা করছে।
৫. বিভিন্ন ধরণের অনাকাংখিত রোগ-ব্যাধি যেমন- সর্দি-কাশি, এলার্জি, শ্বাসকষ্ট, এ্যাজমা ,শ্রবণ প্রতিবন্ধী প্রভৃতি রোধ-ব্যাধি সম্পর্কে জানতে পেরেছে।

শাল তৈরীতে উন্নত প্রযুক্তি ঃ

পূর্বে পাওয়ারলুম পরিচালনার আনুষঙ্গিক উপকরণ যেমন- তেনা কারানোর ড্রাম, খাঁচা, তেনা প্যাঁচানোর ইলেকট্রিক মটর স্ট্যান্ড, নলি-ববিন ঘোরানোর ইলেকট্রিক চরকার ব্যবহার এই প্রকল্প এলাকায় ছিলো না বা কোন উপকারভোগির এই ধরণের উপকরণ ব্যবহারের অভিজ্ঞতা ছিল না। প্রকল্পের আর্থিক সহায়তায় উপকারভোগীদের কাজের সুবিধার্থে এ ধরণের ৪ সেট পাওয়ারলুম আনুষঙ্গিক উপকরণ স্থাপন করার ফলে উপকারভোগীদের সুবিধা বৃদ্ধি পেয়েছে যা দেখে অন্যান্য হস্ত চালিত তাঁতীরা উদ্বুদ্ধ হয়ে একদিকে যেমন পাওয়ারলুম ক্রয় করছে সেই-সাথে পাওয়ারলুমের আনুষঙ্গিক উপকরণও ক্রয় করেছে। প্রকল্প এলাকায় বর্তমানে প্রকল্প প্রভাবে ১৪ টি তেনা কারানোর ড্রাম ও খাঁচা সংগৃহীত হয়েছে।

শালের প্রচার ও প্রদর্শণ

শালের প্রচারের জন্য স্থানীয় ও জাতীয় পত্রিকার পাশাপাশি ইলেকট্রনিক মিডিয়া যেমন- চ্যানেল আই ও মোহনা টিভিতে বিদ্যুত চালিত তাঁতে শাল (শীতবস্ত্র) তৈরি প্রকল্পের কর্মকান্ড দেশ ও জনপদের সংবাদে প্রচার করা হয়।এ ছাড়াও ০৪ জন তাঁতীকে প্রকল্প সহায়তায় তাদের শালের নাম, ঠিকানা, ছবি ও মোবাইল নম্বর উল্লেখ করে মোট ৮,০০০টি মোড়ক তৈরি করে দেয়া হয়েছে।মোড়কগুলো বাজার সম্প্রসারনে ভূমিকা রাখবে এবং উৎপাদিত শালের চাহিদা বৃদ্ধি করবে। বাজার চাহিদা উদ্যোক্তাদেরকে বেশী উৎপাদনে উৎসাহিত করবে ফলে উদ্যোক্তাদের আয় বাড়বে এবং তাঁদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধিত হবে।

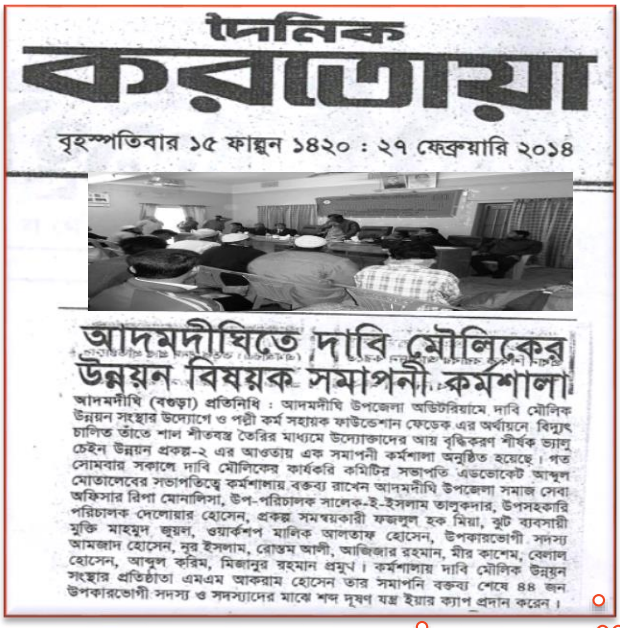

দৈনিক
করতোয়া

বৃহস্পতিবার ১৫ ফাল্গুন ১৪২০ : ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৪

আদমদীঘিতে দাবি মৌলিকের উন্নয়ন বিষয়ক সমাপনী কর্মশালা

আদমদীঘি (বগুড়া) প্রতিনিধি : আদমদীঘি উপজেলা অডিটরিয়ামে দাবি মৌলিক উন্নয়ন সংস্থার উদ্যোগে ও পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশান ফেডেক এর অর্থায়নে বিদ্যুৎ চালিত তাঁতে শাল শীতবস্ত্র তৈরির মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের আয় বৃদ্ধিকরণ শীর্ষক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্প-২ এর আওতায় এক সমাপনী কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত সোমবার সকালে দাবি মৌলিকের কার্যকরি কমিটির সভাপতি এডভোকেট আব্দুল মোতালেবের সভাপতিত্বে কর্মশালায় বক্তব্য রাখেন আদমদীঘি উপজেলা সমাজ সেবা অফিসার রিপা মোনালিসা, উপ-পরিচালক সালেক-ই-ইসলাম তালুকদার, উপসহকারি পরিচালক দেলোয়ার হোসেন, প্রকল্প সমন্বয়কারী ফজলুল হক মিয়া, ঝুট ব্যবসায়ী মুক্তি মাহমুদ জয়ল, ওয়ার্কশপ মালিক আলতাফ হোসেন, উপকারভোগী সদস্য আমজাদ হোসেন, নুর ইসলাম, রোস্তম আলী, আজিজার রহমান, মীর কাশেম, বেলাল হোসেন, আব্দুল করিম, মিজানুর রহমান প্রমুখ। কর্মশালায় দাবি মৌলিক উন্নয়ন সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা এমএম আকরাম হোসেন তার সমাপনি বক্তব্য শেষে ৪৪ জন উপকারভোগী সদস্য ও সদস্যাদের মাঝে শব্দ দূষণ যন্ত্র ইয়ার ক্যাপ প্রদান করেন।

শিক্ষা সফর

উদ্যোক্তাদের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি বাজার সম্পর্কে ধারণা দেয়ার উদ্দেশ্যে প্রকল্প থেকে ৪১ জন সদস্যের জন্য ২টি শিক্ষা সফরের আয়োজন করা হয়। এর একটি পরিচালিত হয়েছে টাঙ্গাইল জেলায় চাহিদা নির্ভর উৎপাদন ব্যবস্থা বিদ্যমান এমন এলাকায় এবং অন্যটি পরিচালিত হয়েছে করোটিয়া বাজার এলাকায় যাতে উদ্যোক্তাগণ বাজারযোগ্য পণ্য সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারেন, নিজেরা বাজারের সাথে সংযোগ স্থাপন করতে পারেন, নিজেদের উৎপাদিত পণ্যের প্রচার করতে পারেন এবং চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় উৎপাদন অব্যাহত রাখতে পারেন। উপকারভোগীদের পাওয়ারলুম সমৃদ্ধ এলাকা টাংগাইলে শিক্ষা সফর করানোর ফলে উপকারভোগীরা যেমন বিভিন্ন ধরণের পাওয়ারলুম, জ্যাকেট, শাল, পাওয়ারলুমের আনুষঙ্গিক উপকরণগুলো সরাসরি পরিদর্শণ ও পর্যবেক্ষণের সুযোগ পেয়েছেন তেমনি সে অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে পাওয়ারলুমের আনুষঙ্গিক উপকরণ ব্যবহারের মাধ্যমে বিভিন্ন ডিজাইনের শাল তৈরি করতে সক্ষম হচ্ছেন। এ ছাড়াও শাল বিক্রয়ের বৃহৎ করটিয়া হাট পরিদর্শণ করে তারা শাল বিক্রির নতুন ধারণা ও কৌশল রপ্ত করতে পেরেছেন।

কর্মশালা, সেমিনার ও ওয়ার্কসপ

স্থানীয় উদ্যোক্তাদের উৎপাদন প্রক্রিয়া, বাজারজাতকরণ, উৎপাদনের ত্রুটি-বিচ্যুতি, প্রযুক্তি সম্প্রসারণ এবং প্রচার ছাড়াও বড় বড় উদ্যোক্তা, ব্যবসায়ী, উন্নয়ন প্রতিষ্ঠান, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি ও স্থানীয় প্রশাসনের উপস্থিতিতে সেমিনার ও ওয়ার্কশপ করে উদ্ভাবিত বিভিন্ন সমস্যা আলোচনার ফলে নতুন নতুন নীতিমালা তৈরি হবে এমন প্রত্যাশায় প্রকল্প হতে তিনটি সেমিনার ও ওয়ার্কশপ এর আয়োজন করা হয়। কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন পাওয়ারলুম শিল্পের সাথে জড়িত উপকারভোগী উদ্যোক্তা, ঝুট/সূতা ব্যবসায়ী, পার্টস দোকানদার, পার্টস তৈরির ওর্য়াকসপ মালিক, শাল-চাদর ক্রয়ের পাইকারী মহাজন, ডাক্তার, ইউপি চেয়ারম্যান-মেম্বার, স্কুলের মাষ্টার, গ্রামের সমাজ সেবক, হাট কমিটির সদস্য এবং বিভিন্ন এনজিও'র প্রতিনিধিবৃন্দ। কর্মশালাগুলোয় প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য প্রদান করেন সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী অফিসার। কর্মশালা আয়োজনের ফলে তাঁতীগণ শাল সাব সেক্টরের সাথে জড়িত বিভিন্ন উদ্যোক্তা, ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, প্রতিনিধি এবং অন্যান্য অংশগ্রহণকারী স্থানীয় প্রশাসন ও নিজেদের মধ্যে সম্পর্ক ও যোগাযোগ স্থাপন করতে পেরেছেন। তাঁতীগণ এই কর্মশালা আয়োজনের মাধ্যমে এই শিল্প প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে যে কোন প্রতিবন্ধকতা, দূর্যোগ ও প্রতিকুল অবস্থা মোকাবেলায় স্থানীয় প্রশাসনের সহযোগিতা পাবেন এমন প্রতিশ্রুতি আদায় করতে পেরেছেন।

শাল উৎপাদন সংক্রান্ত তথ্য ঃ

বাস্তবায়িত বিদ্যুত চালিত তাঁতে শাল (শীতবস্ত্র) তৈরির মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের আয় বৃদ্ধিকরণ শীর্ষক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় প্রদও প্রশিক্ষণ , অব্যাহত পরামর্শ , নিয়মিত পরিদর্শণ , ফলোআপ ও সার্বক্ষণিক On job Training করার ফলে প্রকল্পের আওতাভুক্ত তাঁতীরা অত্যান্ত লাভজনক ভাবে এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। হস্ত চালিত তাঁতে যেখানে দৈনিক ৭-৮ পিছ শাল চাদর তৈরী হতো বর্তমানে বিদ্যুত চালিত তাঁতে তৈরী হচ্ছে ২০-২২ টি শাল চাদর। প্রকল্পের ৪৪ জন সদস্য ১৪ মাসে ১,০৯,১১৪ পিছ শাল উৎপাদন করেছে।

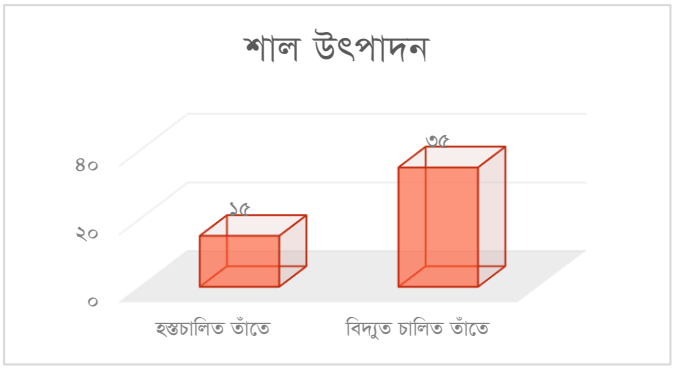

শাল উৎপাদনের খরচ ও লাভ সংক্রান্ত তথ্য ঃ

বিদ্যুত চালিত তাঁত একটি লাভ জনক ব্যবসা। এতে হস্ত চালিত তাঁতের তুলনায় কায়িক পরিশ্রম কম কিন্তু লাভের পরিমান হস্ত চালিত তাঁতের তুলনায় দ্বিগুনের বেশী । বিদ্যুত চালিত তাতে প্রতি পিছ শাল চাদরে গড়ে ৭০- ৭৫ টাকা খরচ করে ৩০-৪০ টাকা লাভ হয়। প্রকল্পের ৪৪ জন সদস্য ১৪ মাসে ১,০৯,১১৪ পিছ শাল উৎপাদন করে মোট লাভ করেছে ৩৮,১৮,৯৯০/- (আটত্রিশ লক্ষ আঠার হাজার নয়শত নব্বই টাকা।

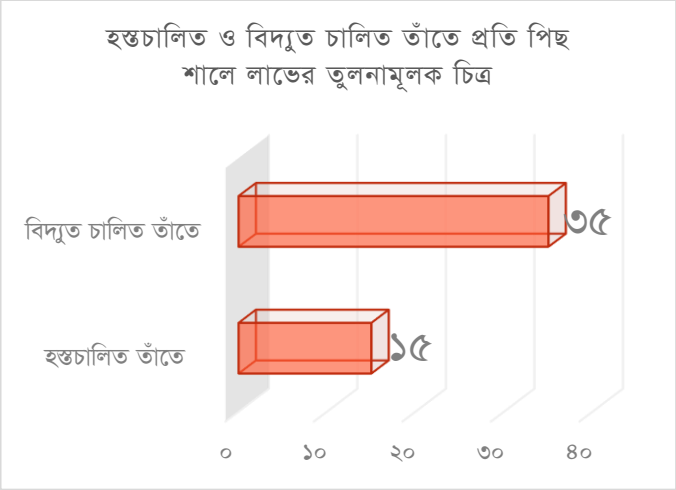

কর্মসংস্থান সৃষ্টি সংক্রান্ত তথ্য ঃ

প্রকল্পটির একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য ছিল নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি । বিদ্যুত চালিত তাঁতে উৎপাদন বেশী হওয়ার কারনে উৎপাদনের কাঁচামাল যোগান দিতে হস্ত চালিত তাঁতের তুলনায় ডাবল লোকের প্রয়োজন হয়। পূর্বে হস্ত চালিত তাঁতে শাল তৈরীতে মুজুরী ভিত্তিক শ্রমের দরকার হতো না। পরিবারের সদস্যরা কাঁচামালের যোগান দিতে পারতো। কিন্তু বিদ্যুত চালিত তাঁতে উৎপাদন বেশী হওয়ার কারনে পরিবারের সদস্যদের পক্ষে কাঁচামালের যোগান দেয়া সম্ভব হয় না। সেক্ষেত্রে মজুরী ভিত্তিক শ্রমের প্রয়োজন হয়। সে অনুযায়ী কমপক্ষে ২৪৪ জন লোকের স্থায়ী কর্মসংস্থান হয়েছে।

চ্যালেঞ্জসমূহ ঃ

বিদ্যুত চালিত তাঁত অনেকটা প্রযুক্তি নির্ভর। বিদ্যুত চালিত তাঁত সম্প্রসারণের মাধ্যমে তাঁতীদের আয় উল্লেখযোগ্য পরিমানে বৃদ্ধি করা সম্ভব যা প্রকল্প বাস্তবায়নে প্রমানিত হয়েছে। হস্ত চালিত তাঁতের তুলনায় এটি ব্যয় সাপেক্ষ ও ঝুকির সম্ভাবনা রয়েছে। বৈদ্যুতিক শর্ট-শার্কিটের কারনে পাওয়ারলুম পরিচালনা কারীর যে কোন সময় মৃত্যু ঘটতে পারে। একটানা কয়েকদিন বিদ্যুত না থাকলে উৎপাদন বন্ধ থাকতে পারে। এছাড়াও আরও রয়েছে–

১) নতুন পাওয়ারলুম ও জ্যাকেট ক্রয় করতে টাংগাইল বা সিরাজগঞ্জ যেতে হয়।

২) পাওয়ারলুমের আনুষঙ্গিক উপকরণ তৈরীর কোন কারখানা গড়ে উঠেনি।

৩) শাল চাদর শীত কালীন পোষাক হওয়ায় সারা বছর বিক্রি করা যায় না।

৪) গরমের সময় বাহিরের কোন পাইকারী ক্রেতা না আসার কারণে স্থানীয় মধ্যস্বত্য ভোগী স্টককারী মহাজনগন তাঁতীদের অভাবের সুযোগ নিয়ে কম দামে শাল চাদর ক্রয় করে স্টক করে।

৫) কাঁচামালের দাম দিন দিন বৃদ্ধি পেলেও সে তুলনায় শাল চাদরের দাম বৃদ্ধি পাচ্ছে না।

৬) বাৎসরিক শিল্প ঋণের ক্ষেত্রে সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতার অভাব।

সুপারিশ সমূহ ঃ

১) প্রকল্প এলাকায় আরও ডিজাইনার ও মেকানিক তৈরী করতে হবে।
২) ভালো মানের সূতা ব্যবহার করে উন্নত ডিজাইনের শাল তৈরী করতে হবে।
৩) একই ব্যক্তিকে ৪/৫টি পাওয়ারলুম প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে আলাদা ফ্যাক্টরী ঘর তৈরীতে উৎসাহিত করতে হবে।
৪) প্রকল্প এলাকায় পাওয়ারলুম ও খুচরা যন্ত্রাংশের ক্রয়-বিক্রয়ের প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে।
৫) প্রকল্প এলাকায় পাওয়ারলুমের আনুষঙ্গিক উপকরন তৈরীর কারখানা গড়ে তুলতে হবে।
৬) সারা বছর যাতে শাল-চাদর বিক্রি হয় সেজন্য দেশে-বিদেশে বাজার সংযেগের ব্যবস্থা করতে হবে।
৭) এককালীন পরিশোধে বছর ব্যাপী ঋণের ব্যবস্থা করতে হবে।
৮) কাঁচামালের সহজ প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে হবে।

কেস স্টাডি ঃ

সফল ডিজাইনার

মোঃ রোস্তম আলী,শাঁওইল, নসরৎপুর আদমদীঘি,বগুড়া।

শাঁওইল গ্রামের মৃত মনসুর আলীর ছেলে মোঃ রোস্তম আলীর পূর্ব পুরষের পেশা হিসাবে তাঁত পেশায় হাতেখড়ি। রোস্তম আলী যখন ক্লাশ ফোর-ফাইভে পড়ে তখন তার পরিবারের লোকদের নিকট থেকে চিত্ররঞ্জন তাঁতে সুতার মশারী, গামছা বুনতে শিখে। এসব শিখার পাশা-পাশি শাঁওইল দ্বিমুখী উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ১৯৯৪ সালে এসএসসি পাশ করে। সংসারে অভাব-অনটন থাকায় লেখাপড়া করা সম্ভব হয়নি। ফলে লেখাপড়া ছেড়ে তাঁত পেশার সাথে জড়িয়ে পড়ে। এমন সময় শাওইল এলাকায় সোয়েটার ফ্যাক্টরীর পরিত্যাক্ত ঝুট থেকে চাদর/শাল তৈরীর আর্বিভাব ঘটে। অন্যদের দেখাদেখি রোস্তম আলীও চাদর বানাতে শুরু করে। তাঁত পেশায় তার সংসারে স্বচ্ছলতা এসেছে। বাড়ীতে যেখানে থাকার মতো ঘর ছিল না সেখানে চার রুম বিশিষ্ট বারান্দা ওয়ালা একটি আধা-পাকা ঘর করেছে। দুটি ছেলে-মেয়ে মাদ্রাসায় লেখাপড়া করছে। রোস্তম আলী অন্য আর দশজন তাঁতীর মতো হস্তচালিত তাঁতে পুরুষ-মহিলাদের ব্যবহারের প্লেন চাদর তৈরী করতো। পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশনের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় দাবী মৌলিক উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত বিদ্যুত চালিত তাঁতে শাল (শীত বস্ত্র) তৈরীর মাধ্যমে উদ্যোক্তার আয় বৃদ্ধিকরণ শীর্ষক ভ্যালু চেইন প্রকল্পের আওতায় প্রকল্প চালু হলে প্রাথমিক ভাবে নির্বাচিত পাওয়ারলুম বনিক সমিতির সদস্য মোঃ রুবেল বাতিল হলে তার পরিবর্তে মোঃ রোস্তম আলী রবিউলের পাওয়ারলুমে নকশা শাল তৈরী দেখে ভর্তি হওয়ার ইচ্ছা পোষন করায় তাকে পাওয়ারলুম ক্রয় করে শালে ডিজাইন করবে এই মর্মে পাওয়ারলুম বনিক সমিতির সদস্য হিসাবে ভর্তি করে নেয়া হয় এবং তার বাড়িতে বিদ্যুত চালিত পাওয়ারলুমে জ্যাকেটের মাধ্যমে নকশা খচিত শাল তৈরীর এক দিনের প্রশিক্ষনের আয়োজন করা হয়। উক্ত প্রশিক্ষণ সে মনোযোগ সহকারে রপ্ত করার চেষ্টা করে। পরবর্তীতে আরও তিন দিনের প্রশিক্ষণ পেয়ে নকশা তৈরীর কলা-কৌশল মোটামুটি আয়ত্তে নিয়ে আসে। এভাবে দেখতে দেখতে এক সময় সে আমাদেরকে জানায় স্যার আমি এখন একাই এ ধরণের ডিজাইন তৈরী করতো পারবো। তার কথায় আস্থা রেখে তাকে তার নিজ খরচে একটি ডিজাইন করার কথা বলা হলে সে আগ্রহের সাথে একটি ডিজাইন তৈরী করে। রোস্তম আলীর এরুপ আগ্রহ দেখে আমরা সিদ্ধান্ত নেই, পরবর্তীতে পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশনের ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্পের দায়িত্ব প্রাপ্ত স্যার এলে আমরা রোস্তম আলীর নকশা খচিত শাল তৈরীর প্রক্রিয়া দেখাবো। এক সময় উক্ত প্রকল্পের দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা জনাব মোঃ মোশাররফ হোসেন স্যার প্রকল্প পরিদর্শণে এলে রোস্তম আলীর সাথে আলাপ- আলোচনায় তার তৈরীকৃত নকশা খচিত শাল দেখে মুগ্ধ হন এবং তার উৎসাহ দেখে তার দক্ষতা উন্নয়নের জন্য নকশা খচিত শাল তৈরীর আনুষঙ্গিক জ্যাকেট উপকরণ ক্রয় ও সম্মানী ভাতা প্রদানের নির্দেশ প্রদান করলে সংশোধিত বাজেট প্রণয়ণের মাধ্যমে তা করা হয়। রোস্তম আলীর দক্ষতা বৃদ্ধি ও তাকে আরও দক্ষ ডিজাইনার হিসাবে গড়ে তোলার জন্য এবং প্রশিক্ষণে পাওয়ারলুমের আনুষঙ্গিক উপকরণ ব্যবহারের জন্য পাওয়ারলুম আনুষঙ্গিক উপকরণ যেমন ঃ– তেনা কারানোর ড্রাম, খাঁচা, নলি-ববিন ভরনের ইলেকট্রিক চড়কা, তেনা প্যাচাঁনোর স্ট্যান্ড, ফিতা ইত্যাদি তার বাড়ীতে স্থাপন করা হয়েছে এবং এক সেট জ্যাকেট উপকরণ ক্রয় করে দেয়া হয়েছে। রোস্তম আলী এসব উপকরণ ব্যবহার করে বিদ্যুত চালিত পাওয়ারলুমে নকশা খচিত শাল উৎপাদন করছে। এতে তার একদিকে যেমন সময় কম লাগছে অন্যদিকে উৎপাদন বেড়েছে ।

সফল ডিজাইনার

মোঃ নূর ইসলাম, দেবখন্ড, তালোড়া, দুপচাঁচিয়া , বগুড়া ।

নাম তার নূর ইসলাম। পিতা মৃত- মছির উদ্দিন শেখ। বাড়ী- বগুড়া জেলার দুপচাঁচিয়া উপজেলার তালোড়া ইউনিয়নের দেবখন্ড গ্রামে। বয়স কত ঠিক বলতে পারে না তবে এটুকু বলতে পারে যে, বাংলা ১৩৬৮ সালে জন্ম। হিসাব করে দেখা গেল, বয়স প্রায় ৫১ বছর । এক ছেলে ও দু'মেয়ের জনক। ছেলে-মেয়ে সবাই বিবাহিত । এ বয়সে অনেকেই কাজ করে না। লেখা পড়া নাই বললেই চলে । মাত্র ক্লাশ ফোর পাশ করে ফাইভে উঠেছে এমন সময়ই বাবার সাথে পূর্ব পুরুষের পেশা হিসাবে তাঁত পেশায় হাতে খড়ি । বাবার সংসার বলতে কিছুই ছিল না। ছিল না এক কাঠা মাটি। যা ছিল ভিটে বাড়ী। গামছা বুনে বিক্রি করতে পারলে পেটে ভাত যেত, না পারলে যেত না। এমনই ছিল তাদের সংসারের অবস্থা। এরুপ অবস্থা থেকে রক্ষা পেতে ও বাবাকে সাহায্য-সহযোগিতা করতে এ পেশায় নিজেকে জড়িয়ে ফেলে। তাঁত চালাতে চালাতে এক সময় বিয়ের বয়স হয়। বাবা হাউস করে বিয়ে দেয়। বিয়ের কয়েক বছরের মাথায় বাবার মৃত্যু হলে নিজেকেই সংসারের হাল ধরতে হয়। তখনকার সময়ে গর্ত তাঁতে বা খটখটি তাঁতে সারা দিনে ঠক ঠক করে চার-পাঁচটি গামছা বুনন করতে পারতো। এক সময় গর্ত তাঁতের পাশাপাশি চিত্তরঞ্জণ তাঁতের প্রচলন আসে। চিত্তরঞ্জণ তাঁতে গামছা বুনন করে। গর্ত তাঁত বা খটখটি তাঁতের তুলনায় চিত্তরঞ্জণ তাঁতে দুই একটি গামছা বেশী বুনন করা যায়। এতে গর্ত তাঁত বা খটখটি তাঁতের তুলনায় পরিশ্রম বেশী হয়। সারাদিন মরা কাঁঠের উপর বসে কাজ করতে হয়। যা কিছু আয় হয় তা দিয়ে কোন মতে দিন যায়। নুন আনতে পান্তা ফুরানোর মতো । এভাবে কেটে যায় প্রায় ২০- ২৫ বছর। ভাগ্যের কোন পরিবর্তন হয় না।

নব্বই এর দশকের শেষ দিকে বগুড়া জেলার আদমদীঘি উপজেলার নসরৎপুর ইউনিয়নের শাঁওইল বাজারে সোয়েটার ফ্যাক্টরীর পরিত্যাক্ত ঝুট থেকে চড়কায় নাটাইয়ের মাধ্যমে উলেন সূতা বের করে চাদর তৈরীর আর্বিভাব ঘটায় গামছা বুনন বাদ দিয়ে উলেন চাদর তৈরীর কাজ শুরু করে । প্রথম দিকে ৫ হাত পুরুষ প্লেন চাদর তৈরী করে । এর কিছুদিন পর হাতে গুটি তোলা মহিলাদের চাদর তৈরী করে। এর কিছু দিন পর ডগির সাহায্যে হালকা নকশার মহিলা চাদর তৈরী করে। এতে প্লেন বা গুটি চাদরের তুলনায় পরিশ্রম কিছুটা বেশী হলেও লাভ কিছু বেশী হয় কিন্তু উৎপাদন কম হয়। উলেন চাদর বিক্রি করে অনেকের ভাগ্যের পরিবর্তন হলেও তার ভাগ্যের তেমন পরিবর্তন হয়নি। জমাকৃত সঞ্চয় যা ছিল তাও ছেলে- মেয়েদের বিয়ে সাদি দিয়ে শেষ।

প্রায় দু বছর আগে শাঁওইল এলাকায় ১টি বিদ্যুত চালিত তাঁত (পাওয়ারলুম) আসে জানতে পারে। পাওয়ারলুমটি দেখার ইচ্ছায় একদিন হাটে চাদর বিক্রি শেষে শাঁওইল গ্রামের সোনার পাড়া আজিজুলের বাড়ী যায়। বিদ্যুত চালিত তাঁত (পাওয়ারলুম) দেখে কেনার সাধ জাগে। সাধ জাগে এ কারনে যে, শারীরিক পরিশ্রম ছাড়াই একাকি বিদ্যুতের সাহায্যে চাদর তৈরী হচ্ছে। তা আবার চিত্তরঞ্জণ তাঁতের তুলনায় দ্বিগুনের বেশী। তাঁতীদের সোজা হিসাব, যত বেশী চাদর তৈরী করা যাবে তত বেশী লাভ হবে। এমন সময় জানতে পারে যে, শাঁওইল এলাকায় বিদ্যুত চালিত তাঁতে (পাওয়ারলুম) শাল চাদর তৈরীর সমিতি হয়েছে। এমন সংবাদ পেয়ে সমিতির সদস্য রোস্তম, মোজাম্মেল, রবিউলের স্মরনাপন্ন হয়। ওদের কাছ থেকে সমিতির নিয়ম- কানুনের কথা শুনে সমিতিতে ভর্তি হওয়ার ইচ্ছা জাগে। কিন্তু বাদ সাদে দূরত্ব। কারন তার বাড়ী থেকে শাঁওইলের

দূরত্ব প্রায় ২১ কিলোমিটার। প্রথম দিকে সমিতির সদস্যরা ও অফিসের কর্মকর্তারা নিতে না চাইলেও পরবর্তীতে প্রচন্ড আগ্রহ দেখে সমিতিতে ভর্তি করিয়ে নেয়। প্রাথমিক পর্যায়ের মনের আশা পূরণ হয়। ভর্তি হওয়ার পর আমি সাত-সাতটি ডিজাইন তৈরীর প্রশিক্ষনে অংশ নেই। সেই সাথে পাওয়ারলুম ক্রয়ের ইচ্ছা প্রকাশ করায় দাবী অফিস আমাকে দুপচাঁচিয়া শাখা থেকে সাপ্তাহিক কিস্তিতে ৫০০০০/- (পঞ্চাশ) হাজার টাকা ঋণ দেয়। যা দিয়ে আমি সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর থেকে একটি বিদ্যুত চালিত তাঁত (পাওয়ারলুম) ও একটি চাদরে নকশা তৈরীর হুক জ্যাকেট ক্রয় করি। এতে আমার শাহজাদপুরে যাওয়া-আসা ,পাওয়ারলুম আনা ও স্থাপন বাবদ খরচ হয় প্রায় সত্তর হাজার টাকা। পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশনের আর্থিক সহায়তায় দাবী মৌলিক উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বিদ্যুত চালিত তাঁতে (পাওয়ারলুমে) শাল তৈরীর মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের আয় বৃদ্ধিকরন প্রকল্প-১ এর আওতায় আমার নিজ বাড়ীতে সকল সদস্যের উপস্থিতিতে ডিজাইন তৈরীর প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আমি আমার পাওয়ারলুমে নকশা খচিত শাল বুনন শুরু করি। প্রথম প্রথম ১/২ তেনায় বেশ ঝামেলা মনে হলেও শালের দাম বেশী পেয়ে ঝামেলার কথা মন থেকে মুছে যায়। আমার শালের চাহিদা বাড়তে থাকায় আস্তে আস্তে শালের দাম বাড়ানো শুরু করি। লাভের মুখ দেখতে পাই। মাত্র ২২/২৩ টি কিস্তি চালিয়ে লাভের টাকা দিয়ে এককালীন অগ্রিম কিস্তি পরিশোধ করে দেই।

এমতাবস্থায় পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশনের আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় দাবী মৌলিক উন্নয়ন সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়িত ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় বিদ্যুত চালিত তাঁতে (পাওয়ারলুমে) শাল তৈরীর মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের আয় বৃদ্ধিকরন প্রকল্প-২ চালু হওয়ায় আমার কাজে উদ্বুদ্ধ হয়ে আমার গ্রামের প্রাথমিক পর্যায়ে ১২ জন তাঁতী সমিতি করার আগ্রহ প্রকাশ করায় আমি অফিসের সাথে যোগাযোগ করে দেবথন্ড পাওয়ারলুম বনিক সমিতি নামে একটি সমিতি গঠন করি। যা বর্তমানে দুপচাঁচিয়া শাখা অফিসের আওতায় পরিচালিত হচ্ছে। বর্তমানে সমিতির সদস্য সংখ্যা ২৪ জন। সবার পাওয়ারলুম হয়েছে ও সকলে নকশা খচিত শাল তৈরী করছে প্রকল্পে নিয়োজিত ডিজাইনারের তৈরীকৃত ডিজাইনে। আমার এলাকায় ডিজাইনকৃত শাল তৈরীর পাশাপাশি নতুন নতুন পাওয়ারলুম ক্রয়ের জোয়াড় এসেছে সেই সাথে মেকানিক ও ডিজাইনারের সার্বক্ষণিক উপস্থিতি পেয়ে তাদের মনে নতুন নতুন ডিজাইনের চাহিদা তৈরী হচ্ছে। এরই ধারা বাহিকতায় আমি ভারতীয় শালের অনুকরনে দু পাট্টা নকশা খচিত শাল তৈরী করতে সক্ষম হয়েছি। নুর ইসলামের এ ধরণের চিন্তা-ভাবনার কথা জানতে পেরে তার কাজের দ্রুত উৎপাদনের স্বার্থে প্রকল্পের আর্থিক সহায়তায় এক সেট পাওয়ারলুম আনুষঙ্গিক উপকরণ যেমন- তেনা কারানোর ড্রাম , তেনা কারানোর খাঁচা, ড্রামের ফিতা, খুঁটি, জাপানের স্ট্যান্ড, তেনা প্যাচাঁনোর ইলেকট্রিক মটর সহ স্ট্যান্ড ইত্যাদি তার ও অন্যান্য সদস্যের ব্যবহারের জন্য প্রকল্পের সহায়তায় তার নিজ বাড়ীতে স্থাপন করা হয়েছে যা বর্তমানে দ্রুত উৎপাদনে সহায়তা করছে। বর্তমারে নূর ইসলাম নিজের কাজের ফাঁকে ফাঁকে টাকার বিনিময়ে অন্যের ডিজাইন তৈরী করে দিচ্ছে। এক একটি ডিজাইন করতে গ্রামের ডিজাইনার হিসাবে ৩০০০/- (তিন হাজার) করে টাকা নিচ্ছে।

ওরা দু ভাই সফল ডিজাইনার ও মেকানিক

মোঃ জালাল শেখ

ও

মোঃ জুয়েল শেখ,

দেবখন্ড, তালোড়া, দুপচাঁচিয়া , বগুড়া ।

ওরা দু'ভাই। একজনের নাম জালাল শেখ এবং অন্য জনের নাম জুয়েল শেখ। পিতা মোঃ হবিবর রহমান শেখ। দুপচাঁচিয়া উপজেলার তালোড়া ইউনিয়নের দেবখন্ড গ্রামে বাড়ী। জালাল ও জুয়েলের দু'জনের নামের মধ্যে যতটুকু প্রার্থক্য আছে তার চেয়ে কম প্রার্থক্য রয়েছে দু'জনের চেহারায়। কে জালাল আর কে জুয়েল একবার দেখার পর পুনরায় দেখা হলে অনেকেই ভুলে যায় কে জালাল আর কে জুয়েল। ওরা দু'জনই অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করেছে। নবম শ্রেণীতে উঠা মাত্রই লেখাপড়ার ইতি টানতে হয়েছে বাবাকে তাঁত পেশায় সাহায্য করতে। সে প্রায় ১২/১৩ বছর আগের কথা। অনেক কথাই স্মৃতি থেকে হারিয়ে গেছে। তবে যে টুক স্মরণ আছে সেটুকু বর্ণনা করলে এরুপ, বাবার নিজস্ব কোন আবাদি জমি ছিল না। যা ছিল,তা ভিটে বাড়ী। বাবার ছিল একটি খটখটে তাঁত। বাবা খটখটে তাঁতে প্রথমে মশারী বুনন করলেও পরবর্তীতে মশারীর পরিবর্তে গামছা বুনন করতো। তা থেকে যা আয় হতো তা দিয়ে ও পরের কিছু জমি বর্গা/পত্তন নিয়ে কোন রকম সংসার চলতো। এভাবে সংসার চালাতে গিয়ে ছেলে-মেয়েদের লেখা-পড়া শিখাতে পারেনি। কিন্তু লেখাপড়া শিখাতে না পাড়লেও পেরেছে দু'ছেলেকে তাঁতে গামছা বুনানের কাজ। তাই তো দু'ছেলেকে লেখাপড়া বাদ দিয়ে বাবার পেশায় নিয়োজিত করতে হয় আজ থেকে ১২/১৩ আগে যখন তাদের দু'জনের বয়স মাত্র ১২ ও ১৪ বছর। এভাবে গামছা বুনন করতে করতে এক সময় দু'ভাইকে দু'টি চিত্তরঞ্জন তাঁত ক্রয় করে দেয় বাবা।

এর কিছু দিন পর দু'ছেলেকে বিয়ে দেয়। এলাকায় গামছা বুননের চেয়ে শাল চাদর বুননের দিকে তাঁতীদের আগ্রহ বেশী দেখা দেয়। অন্য তাঁতীদের দেখাদেখি ওরা দু'ভাই-ই শাল চাদর বুননে শুরু করে। লাভ মোটামুটি গামছার তুলনায় বেশী হয়। লাভ বেশী হওয়ার ফলে পুঁজির পরিমানও বাড়তে থাকে। এভাবে পুজি বাড়ার ফলে সংসারের অবস্থা একটু হতে থাকে। এমন সময় অর্থাৎ ২০১২ সালের দিকে তার গ্রামে নূর ইসলাম নামে এক ব্যক্তি একটি পাওয়ারলুম ক্রয় করে বিদ্যুত চালিত পাওয়ারলুমে শাল (শীত বস্ত্র) তৈরীর মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের আয়বৃদ্ধিকরণ প্রকল্প-১ এর শাঁওইল

কেস স্টাডি ঃ

পাওয়ারলুম বণিক সমিতির সদস্য হয়ে। নূর ইসলামের পাওয়ারলুমের উৎপাদন পদ্ধতি দেখে দেবখন্ড গ্রামের কিছু হস্তচালিত তাঁতী সমিতি গঠণ করার আগ্রহ প্রকাশ করায় দ্বিতীয় প্রকল্পের আওতায় দেবখন্ড পাওয়ারলুম বণিক সমিতি নামে একটি সমিতি গঠন করা হয় এবং ওরা দু'ভাই এ সমিতির সদস্য হয়। জালাল ও জুয়েল দু'জনেই দুটি পাওয়ারলুম ক্রয় করে। কিন্তু পাওয়ারলুম নষ্ট হলে মেরামত করার জন্য মেকানিকের প্রয়োজন হয়। মেরামত করা না পর্যন্ত উৎপাদন বন্ধ থাকে। উৎপাদনের কথা চিন্তা করে ও এলাকায় মেকানিক না থাকায় পাওয়ারলুম চালনায় মেকানিকের কাজ জানা প্রয়োজন এমন ভাবনা ভেবে প্রকল্পে নিয়োজিত মেকানিকের সার্বক্ষণিক ঙহ লড়ন ঞৎধরহরহম,পরামর্শ ও সান্নিধ্যে থেকে নিজেকে মেকানিক হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। জালাল বর্তমানে নিজের ও ভাইয়ের পাওয়ারলুম মেরামত সহ শাল উৎপাদনের পাশাপাশি অন্যের পাওয়ারলুম স্থাপন ও মেরামত করে। এতে তার মাসিক গড়ে ৫০০০-৭০০০ টাকা বাড়তি আয় হচ্ছে।

তদরুপ জুয়েল শেখ দেখতে পায় শাল তৈরীর সময় ডিজাইনে সমস্যা হলে সমাধানের জন্য ডিজাইনারের স্মরণাপন্ন হতে হয়। সমাধান না হওয়া পর্যন্ত শাল তৈরী করা যায় না। আর তৈরী হলেও নকশা স্পষ্ট হয় না। শালে নকশা স্পষ্ট না হওয়ার কারনে বাজারে বিক্রি হবে না ফলে আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবে এরুপ ভাবনা ভেবেই ডিজাইনার হতে আগ্রহ প্রকাশ করে। ভাইয়ের মত একইভাবে প্রকল্পে নিয়োজিত ডিজাইনারের সার্বক্ষণিক ঙহ লড়ন ঞৎধরহরহম,পরামর্শ ও সান্নিধ্যে থেকে নিজেকে ডিজাইনার হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। জুয়েল বর্তমানে একাকি ডিজাইনের জন্য গ্রাফ সহ প্রয়োজনীয় কাজ করে নকশা খচিত শাল চাদর ও তোয়ালে গামছা তৈরী করতে পারে ।

দুই ডিজাইনার কাম মেকানিক

মোঃ আমজাদ হোসেন ও মোঃ মতিয়ার রহমান ,

দেবখন্ড, তালোড়া, দুপচাঁচিয়া , বগুড়া ।

বীরশ্রেষ্ট মতিউর নয়। সে দেবখন্ডের তাঁতী মতিউর। পিতা- আমজাদ হোসেন। গ্রাম দুপচাঁচিয়া উপজেলার তালোড়া ইউনিয়নের দেবখন্ড গ্রামে। বয়স ৩১ বছর। বিয়ে করেছে ৯ বছর আগে। একটি পুত্র সন্তান আছে । ক্লাশ থ্রীতে পড়ে। মতিউর মাত্র অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করেছে। লেখা-পড়া অবস্থায় ১২/১৩ বছর বয়সে তাঁত পেশায় নিজেকে জড়িয়ে ফেলে। তাঁত পেশায় হাতে খড়ি বাবার কাছে। বাবা একজন ধর্মপ্রান ব্যক্তি। বয়স ৫০ এর উপর। একটি মাত্রই ছেলে। বাবার ইচ্ছা ছিল ছেলে লেখা-পড়া করবে। কিন্তু না ছেলে লেখাপড়া করেনি। লেখাপড়া বাদ দিয়ে তাঁতের সাথে জড়িত হয়েছে। এক সময় তাঁতের পেশা ছেড়ে দিয়ে নিজেকে দর্জি পেশায় নিয়োজিত করে। দর্জির দোকানে কাজ করার পর বুঝতে পারে দর্জি পেশার থেকে তাঁত পেশায় বেশী লাভবান হওয়া যায়। এরুপ চিন্তা করেই মাত্র ৪ বছর দর্জির দোকানে কাজ করার পর পুনরায় বাবার সাথে তাঁত পেশায় পুরোদমে নিয়োজিত করে ২০০৪ সাল থেকে। তখন থেকেই তাঁত পেশার সাথে পুরোদমে সম্পৃক্ত হয়েছে যা আজও আছে। তবে খটখটি বা চিত্তরঞ্জন তাঁতে নয় বিদ্যুত চালিত পাওয়ারলুম বণিক সমিতির সদস্য হয়ে । আর পাওয়ারলুম ক্রয়ের ইচ্ছা পোষন হয়েছে দেবখন্ড পাওয়ারলুম বণিক সমিতির সম্মানিত সভাপতি নূর ইসলামের পাওয়ারলুমের উৎপাদন দেখে।

বাপ-বেটা দুজনেই প্রকল্প প্রদত্ত প্রশিক্ষণ, ডিজাইনারের সার্বক্ষণিক পরামর্শ ও মেকানিকের সহযোগিতায় মতিউর ইতি মধ্যেই ডিজাইনার কাম মেকানিকের ও আমজাদ ডিজাইনারের কাজ রপ্ত করে ফেলেছে। তাদের এরকম অদম্য ইচ্ছা ও আগ্রহ দেখে একদিন ডিজাইন তৈরীর প্রশিক্ষণে ঘোষণা দেয়া হয় আপনারা যদি যে কোন একটি ডিজাইন একাকি গ্রাফ করে গ্রাফ অনুযায়ী ফলটি ফোড়া করে জ্যাকেটের হুকে কট সূতার মাধ্যমে ঝোল লাগিয়ে শালে নকশা তৈরী করতে পারেন তাহলে প্রকল্পের

সহায়তায় আপনাকে জ্যাকেটের উপকরণ খরচ প্রদান করা হবে। এ ঘোষণার পর তাদের মনের মধ্যে আগ্রহ আরও বেড়ে

" বিদ্যুত চালিত তাঁতে শাল (শীত বস্ত্র) তৈরীতে ব্যবহৃত কট সুতা"

যায়। পরের টেনিং-এ মতিউর তার স্ত্রীর থ্রী পিছের ওড়নার ফুলের প্রিন্ট অনুযায়ী গ্রাফ করে টেনিং-এ উপস্থাপন করে। যা দেখে আমরা সহ সমিতির সকল সদস্য অবাক হয়ে যাই। সে গ্রাফ অনুযায়ী তার বাবার পাওয়ারলুমে শালে ডিজাইন তৈরীর কাজ করে দেয়। এ কাজে মাঝে মাঝে সহায়তা ও পরামর্শ প্রদান করে প্রকল্পে নিয়োজিত ডিজাইনার। এভাবে ডিজাইন করার ফলে তার মনে আগ্রহ এত বেশী বেড়ে যায় যে, আগে যেখানে হুক জ্যাকেটের সাহায্যে শালে নকশা তৈরী করতে ভয় পেতো সেখানে ভারতীয় শালের অনুকরনে দুপাট্টা শাল তৈরীর করার কথা ভাবে। এক সময় ডিজাইনারের সহায়তায় দুপাট্রা শাল তৈরীও করেন কিন্তু দুপাট্রা শাল তৈরী করতে যে ধরণের মেশিনের প্রয়োজন সে ধরণের মেশিন নাই। কয়েক পিছ তৈরীর পর দুপাট্রা শাল তৈরী বাদ দিয়ে একপাট্রার শাল তৈরী করতে থাকেন। এভাবে ছেলের এ কাজ দেখতে দেখতে বাবাও এক সময় একাকি গ্রাফ করে নকশা তৈরীর প্রয়োজনীয় কাজ করে নকশা খচিত শাল তৈরী করতে সক্ষম হয় । তাকেও দেয়া হয় প্রকল্পের সহায়তায় জ্যাকেটের উপকরণ ক্রয়ের সহায়তা। ওরা বাপ-বেটা এখন নিজেদের পছন্দ মতো গ্রাফ করে একাকি সমস্ত কাজ করে নকশা খচিত শাল তৈরী করছে। ডিজাইন তৈরীর প্রশিক্ষণ ক্লাশে এসব ডিজাইনার ও মেকানিক দ্বারা অন্যান্য সদস্যদের প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। ফলে তাদের দক্ষতা আরও বৃদ্ধি পাচ্ছে। মতিউর শুধু ডিজাইন তৈরী করতে পারে না। নতুন পাওয়ারলুম স্থাপন সহ পাওয়ারলুম মেরামতে মেকানিকের সাহায্যের প্রয়োজন হয় না। আর এ কাজে তাকে প্রকল্পে নিয়োজিত মেকানিক সার্বক্ষণিক ঙহ লড়ন ঞৎধরহরহম,পরামর্শ ও সান্নিধ্য দিয়ে মেকানিক হিসাবে গড়ে তুলেছে।

"বিদ্যুত চালিত তাঁতে শাল (শীত বস্ত্র) তৈরীতে ব্যবহৃত তেনা কারানো খাঁচা"

ফলাফলঃ

২য় প্রকল্পটি ১ম প্রকল্পের মত একই ধরণের ফলাফল অর্জন করলেও ফলাফলের ব্যাপ্তি ছিলো ১ম প্রকল্পের তুলনায় অনেক বেশী ফলপ্রসূ। নীচে উভয় ফলাফলের তুলনামূলক অর্জিত ব্যপ্তি উপস্থাপন করা হল।

প্রত্যাশিত ফলাফল	১ম প্রকল্পের ফলাফল ব্যাপ্তি	২য় প্রকল্পের ফলাফল ব্যাপ্তি
ফলাফলঃ-১: উদ্যোক্তার উৎপাদন ও আয় বাড়বে এবং স্থায়ীভাবে কর্মসংস্থান হবে।	— ১২ জন স্থানীয় উদ্যোক্তা সদস্যভূক্ত হয়ে "পাওয়ার লুম বণিক সমিতি" নামে একটি সংগঠন তৈরি করেছে। — ৮ জন উদ্যোক্তা সরাসরি প্রকল্প সুবিধা গ্রহণ করে ৮টি বিদ্যুত চালিত তাঁত প্রতিষ্ঠা করেছে। এর মধ্যে ৫ জন উদ্যোক্তা দাবী থেকে ২,৫৫,০০০.০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করেছে এবং বাকী ৩ জন নিজস্ব পুঁজি ব্যবহার করে পাওয়ার লুম প্রতিষ্ঠা করেছে। — প্রতি পাওয়ার লুমে উৎপাদন বেড়েছে ২০০% (বিগত সময়ে একজন তাঁতি দৈনিক গড়ে ১০-১১টি মাঝারী সাইজের শাল উৎপাদন করত। বর্তমানে পাওয়ার লুম প্রতিষ্ঠা করে একই সময়ে দৈনিক গড় উৎপাদন করছে ২০-২২টি)। — দৈনিক গড় আয় ছিলো ২৪০০.০০ টাকা (ন্যূনতম মুল্য ৯০.০০ টাকা/প্রতি পিস সস্তা দামের মৌসুম এবং গড়ে ১৫০.০০ টাকা ন্যূনতম মুল্যে চড়া দামের মৌসুমে) থেকে বৃদ্ধি পেয়ে দৈনিক গড় আয় উদ্যোক্তা প্রতি ৩,৫০০.০০ টাকায় উন্নীত হয়েছে। (ন্যূনতম মুল্য ১৫০.০০ টাকা/প্রতি পিস সস্তা দামের মৌসুম এবং গড়ে ২০০.০০ টাকা ন্যূনতম মুল্যে চড়া দামের মৌসুমে)। বিদ্যুত চালিত তাঁতে গড় আয় বেড়েছে উদ্যোক্তাপ্রতি দৈনিক ১৪৬%।	— সর্বমোট ৪৪ জন স্থানীয় উদ্যোক্তা (নতুন ৩৬, পুরনো ০৮) সদস্যভূক্ত হয়ে "পাওয়ার লুম বণিক সমিতি" নামে শাঁওল ও দেবখন্ড গ্রামে ২টি সংগঠন তৈরি করেছে। — প্রকল্পের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় ৪৪টি পাওয়ার লুম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নতুন ৩৬টির মধ্যে ২০টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দাবী থেকে ১০,২৫,০০০ টাকা ঋণ গ্রহণ করে, বাকী ১৬টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নিজেদের অর্থায়নে। — উদ্যোক্তাগণ প্রতি পাওয়ার লুমে বর্ধিত উৎপাদন অব্যাহত রেখেছে দৈনিক ২৩৫%। বিগত সময়ে একজন তাঁতী দৈনিক গড়ে ১০-১১টি মাঝারী সাইজের শাল উৎপাদন করত। বর্তমানে পাওয়ার লুম প্রতিষ্ঠা করে একই সময়ে দৈনিক গড় উৎপাদন করছে ২২-২৫টি)। — দৈনিক গড় আয় ছিলো ২৪০০.০০ টাকা (ন্যূনতম মুল্য ৯০.০০ টাকা/প্রতি পিস সস্তা দামের মৌসুম এবং গড়ে ১৫০.০০ টাকা ন্যূনতম মুল্যে চড়া দামের মৌসুম) থেকে বৃদ্ধি পেয়ে দৈনিক গড় আয় উদ্যোক্তা প্রতি ৩,৮০০.০০ টাকায় উন্নীত হয়েছে। (ন্যূনতম মুল্য ১৬০.০০ টাকা/প্রতি পিস সস্তা দামের মৌসুম এবং গড়ে ২২০.০০ টাকা ন্যূনতম মুল্যে চড়া দামের মৌসুমে)। বিদ্যুত চালিত তাঁতে গড় আয় বেড়েছে উদ্যোক্তাপ্রতি দৈনিক ১৫৮%।

প্রত্যাশিত ফলাফল	১ম প্রকল্পের ফলাফল ব্যাপ্তি	২য় প্রকল্পের ফলাফল ব্যাপ্তি
ফলাফল-২: ভ্যালুচেইন প্রকল্প বাস্তবায়নের ফলে বর্তমানে শাল উৎপাদনে ব্যবহৃত বিভিন্ন যন্ত্রপাতি, নিটিং পদ্ধতি, ডায়িং, ডিজাইন সম্পর্কে উদ্যোক্তারা বাস্তব ধারণা লাভ করতে পারবে, ফলে উদ্যোক্তাদের আয় বৃদ্ধি পাবে, প্রযুক্তি সম্প্রসারিত হবে এবং প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার পথ সুগম হবে।	— পাওয়ার লুম পরিচালনা এবং শাল ডিজাইনে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ১২ জন উদ্যোক্তাকে প্রকল্প হতে ৭২ মানব-দিবস প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। — প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য ১২ মাসে ১২টি মাসিক সভা পরিচালনা করা হয়েছে। — উদ্যোক্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য টাঙ্গাইলে ১টি শিক্ষা সফরের আয়োজন করা হয়েছে।	— পাওয়ার লুম পরিচালনা এবং শাল ডিজাইনে দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য ৪৪ জন উদ্যোক্তাকে প্রকল্প হতে ৪৪০ মানব-দিবস প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। — প্রকল্পের অগ্রগতি পর্যালোচনার জন্য ১৪ মাসে ১০টি মাসিক সভা পরিচালনা করা হয়েছে। — উদ্যোক্তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য টাঙ্গাইলের উদ্যোক্তা এলাকায় ১টি ও করোটিয়া বাজারে ১টি শিক্ষা সফরের আয়োজন করা হয়েছে। — স্থানীয় উদ্যোক্তাগণ বাজার সম্প্রসারণ ও বিক্রয় বৃদ্ধির জন্য প্রকল্প সহায়তায় যৌথভাবে ৮০০০ প্রণোদনা উপকরণ তৈরি করেছে।
ফলাফল-৩: সাব-সেক্টর উন্নয়নের ফলে এলাকায় যে সব উদ্যোক্তা রয়েছে তারা মানসম্মত শাল উৎপাদনে সক্ষম হবে, বিভিন্ন বাজার সম্পর্কে ধারণা লাভ করতে পারবে এবং আয় বাড়বে।	— বিক্রয়যোগ্য শাল উৎপাদনে সহযোগিতার জন্য স্থানীয় এলাকা থেকে অন্তত একজন ডিজাইনার তৈরি করা হয়েছে। — পাওয়ার লুম বণিক সমিতির ১০০% সদস্য এখন বর্ধিত কলেবরে মানসম্পন্ন শাল তৈরিতে দক্ষতা অর্জন করেছে। — বর্তমানে ৬৭% সদস্য দাবী থেকে ঋণ গ্রহণের মাধ্যমে বা নিজেদের অর্থায়নে নিজস্ব পাওয়ার লুম প্রতিষ্ঠা করে মানসম্মত শাল উৎপাদন করতে সক্ষম হয়েছে। — এ যাবত ৯টি জনপ্রিয় ও মানসম্মত ডিজাইন প্রস্তুত করা হয়েছে। — অভিষ্ট উদ্যোক্তাগণ টাংগাইলে পরিচালিত শিক্ষা সফরে অংশ গ্রহণের মাধ্যমে বাজার সম্পর্কে ধারণা লাভ করেছে এবং উন্নত প্রযুক্তির পাওয়ারলুম উপকরণ ব্যবহার ও কলা-কৌশল দেখে উদ্যোক্তাদের মধ্যে নতুন ধারনা সৃষ্টি হয়েছে ।	— বিক্রয়যোগ্য শাল উৎপাদনে সহযোগিতার জন্য স্থানীয় এলাকা থেকে অন্তত সাতজন (নতুন ছয় ও পুরাতন একজন) ডিজাইনার তৈরি করা হয়েছে। — পাওয়ার লুম বণিক সমিতির ১০০% সদস্য বর্ধিত কলেবরে মানসম্পন্ন শাল তৈরিতে দক্ষতা অর্জন করেছে। — ৬১টি (পুরাতন ৯টি ও নতুন ৫২টি) জনপ্রিয় ও মানসম্মত ডিজাইন প্রস্তুত করা হয়েছে। — অভিষ্ট উদ্যোক্তাগণ ২টি শিক্ষা সফরে অংশ গ্রহণের মাধ্যমে বাজার সম্পর্কে ধারণা লাভ করেছে এবং উন্নত প্রযুক্তির পাওয়ারলুম উপকরণ ব্যবহার ও কলা-কৌশল রপ্ত করার মাধ্যমে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকার দক্ষতা অর্জন করেছে।

প্রত্যাশিত ফলাফল	১ম প্রকল্পের ফলাফল ব্যাপ্তি	২য় প্রকল্পের ফলাফল ব্যাপ্তি
ফলাফল-৪: এলাকায় বাণিজ্যিকভাবে শাল উৎপাদন সম্প্রসারিত হবে।	— প্রকল্পের প্রভাবে বাণিজ্যিক শাল উৎপাদন ২টি পাওয়ার লুম থেকে ১২টিতে সম্প্রসারিত হয়েছে। নতুন ১০টির মধ্যে ৮টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সরাসরি প্রকল্প সহায়তায় অন্য ২টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে প্রকল্পের পরোক্ষ প্রভাবে এবং সদস্যদের সাথে পরামর্শ গ্রহণ করে । — স্থানীয় উদ্যোক্তগণ বাণিজ্যিক শাল উৎপাদনে অধিকভাবে গুরুত্ব দিচ্ছে।	— প্রকল্পের সরাসরি প্রভাবে বাণিজ্যিক ভাবে শাল উৎপাদনে ১২টি পাওয়ার লুম থেকে ৪৪টিতে সম্প্রসারিত হয়েছে। নতুন ৩৬টির মধ্যে ২০টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সরাসরি প্রকল্প সহায়তায়। অন্য ১৬টি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে নিজস্ব অর্থায়নে। প্রকল্পের পরোক্ষ প্রভাবে এবং সদস্যদের সাথে পরামর্শ গ্রহণ করে এলাকায় পাওয়ার লুম প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ৭৮টি। — স্থানীয় উদ্যোক্তগণ বাণিজ্যিক শাল উৎপাদনে অধিকভাবে গুরুত্ব দিচ্ছে।
ফলাফল-৫: অত্র এলাকায় ডিজাইনার ও মেকানিক তৈরী হবে।	— প্রকল্প এলাকায় ডিজাইনার তৈরি হয়েছে ১জন	— প্রকল্প এলাকায় ডিজাইনার তৈরি হয়েছে ৭ জন এর মধ্যে নতুন ৬জন ও পুরনো ১জন। — মেকানিক তৈরি হয়েছে নতুন ৫ জন। — ফলে উদ্যোক্তাদের মেকানিক এবং ডিজাইনারের অপেক্ষায় উৎপাদন বন্ধ রাখার পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে।
ফলাফল-৬: বাজার সম্প্রসারণ এবং উৎপাদিত পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাবে।	— ১ম প্রকল্পে এমন ফলাফলের প্রত্যাশা ছিলো না।	— স্থানীয় ও জাতীয় পত্রপত্রিকার পাশাপাশি ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় এই প্রকল্পের কার্যক্রম প্রচারিত হয়েছে। — ৪জন উদ্যোক্তাকে প্রকল্প থেকে সহায়তা প্রদান করে ৮০০০ মোড়ক তৈরি করা হয়েছে। — ফলে এলাকায় ক্রেতার সংখ্যা বেড়েছে এবং পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে।
ফলাফল-৭: স্বাস্থ্য সম্মত ভাবে উৎপাদন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে।	— ১ম প্রকল্পে এমন ফলাফলের প্রত্যাশা ছিলো না।	— ১৬০ জন উদ্যোক্তা ১৬০ মানবদিবস স্বাস্থ্য বিষয়ক সচেতনতা প্রশিক্ষণ লাভ করেছে। — ফলে উদ্যোক্তাগণ তাঁত উৎপাদনের সাথে জড়িত বিভিন্ন রোগ-বালাই সম্পর্কে সচেতন হয়েছে এবং প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা যেমন ম্যাক্স পরা ও আটসাট পোষাক পরা চালু করেছে।
ফলাফল-৮: অর্থনৈতিক উন্নয়ন হবে।	— ১ম প্রকল্পে এমন ফলাফলের প্রত্যাশা ছিলো না।	— উদ্যোক্তাদের অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধিত হওয়ার ফলে সমিতির সদস্যদের দেখাদেখি প্রকল্প এলাকায় ৭৮টি পাওয়ার লুম স্থাপিত হয়েছে, পাওয়ার লুম উপকরণ ক্রয় করেছে এবং অনেক উদ্যোক্তা সমিতির সদস্য হওয়ার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

"বিদ্যুত চালিত তাঁতে শাল (শীত বস্ত্র) তৈরীতে ব্যবহৃত মাকু"

উপসংহার

প্রকল্পটি পিকেএসএফ এর সহযোগিতায় ভবিষ্যতে আরও বেশী ভৌগলিক এলাকায় সম্প্রসারণ করে একটি দীর্ঘমেয়াদী প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে আগ্রহী। প্রকল্পের অন্যতম প্রধান দূর্বলতা কেবল শীত মৌসুম উৎপাদন ব্যবস্থা। উদ্যোক্তাদেরকে গ্রীষ্ম ও বর্ষা মৌসুমে আন্যান্য পণ্য যেমন শাড়ী, লুংগী, তোয়ালে ইত্যাদি উৎপাদনে সহায়তার জন্য প্রকল্প থেকে কারিগরী ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হচ্ছে। এই প্রকল্পের উদ্যোক্তাগণ যদি সাফল্যজনকভাবে সারাবছর শাল চাদর, শাড়ী, লুংগী, তোয়ালে এবং অন্যান্য উপযোগী পণ্য প্রস্তুত করতে পারেন তাহলে এই এলাকায় কর্মসংস্থান ও আয় বৃদ্ধি পাবে আরও ৮০০ গুণ বেশী। প্রকল্পটির সফলতা অন্যান্য দারিদ্র পীড়িত এলাকার তাঁতীদের আয়বৃদ্ধি ও ব্যাপক কর্মসংস্থানের পথ সুগম করবে।

যোগাযোগঃ

Md.Salek-E-Islam Talukder (Rony)
Deputy Director
Dabi Moulik Unnayan Sangstha
Tel 8801730038602
ronytalukder@gmail.com

Md.Fazlul Haque Mia
Project Coordinator
Dabi Moulik Unnayan Sangstha
Tel 8801730038602
dabi@rocketmail.com

সংস্থাঃ

DABI Moulik Unnayan Sangstha
Chakrampur, Kathaltali, Santahar Road,
Post: & Dist.:Naogaon, Bangladesh.
Tel 88-0741-62072
Email dabi@rocketmail.com
www.dabi.webs.com